ফৌজদারী কার্যবিধি যুগোপযোগী ও ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি দ্রুততর করার লক্ষ্যে আইন কমিশনের সুপারিশ

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি ও ফৌজদারী কার্যবিধি যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংস্কারের অংশ হিসেবে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার পদ্ধতিগত কিছু সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন সাধনের জন্য The Code of Criminal Procedure,1898 (Act V of 1898) এর বিদ্যমান কতিপয় সমস্যা ও অস্পষ্টতা চিহ্নিতকরণ, অসংগতি দূরীকরণ ও সম্ভাব্য সমাধানের প্রস্তাবের নিমিত্ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের গণমাধ্যম ও বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপে প্রদত্ত বক্তব্য, বর্তমানে প্রচলিত আইনের ধারাসমূহ, পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের আইন পর্যালোচনা, ফৌজদারী কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট বিচারক, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, পুলিশ প্রশাসন ও সুশীল সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় প্রাপ্ত মতামত ও তথ্যাদির ভিত্তিতে আইন কমিশন ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধনী সংক্রান্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন করে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

ফৌজদারী অপরাধের তদন্তকালীন সংস্কার

১। প্রশাসনিক পদক্ষেপ ঃ

ফৌজদারী মামলায় বিচারকার্যে তদন্তকারী কর্মকর্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তার দক্ষতা ও সততা ফৌজদারী মামলায় দ্রুত ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবতা হল আমাদের দেশে পেশাদার ও স্থায়ী তদন্তকারী সংস্থা কার্যকরী নেই। বর্তমানে থানায় থানায় পৃথক তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। উহা প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ও ফলপ্রসু হয় নাই। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তারা তাদের অপরাধ দমন ও প্রটোকলের দায়িত্ব সংক্রান্ত কাজের পাশাপাশি অপরাধ তদন্ত কার্যও করেন। এ কারণে একটি সাধারণ অপরাধের তদন্ত শেষ করতে যেমন কমপক্ষে ৬ মাস/১ বছর সময় প্রয়োজন হয়; তেমনি অনেক ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তার অদক্ষতা, স্বেচ্ছাচারিতার জন্য তদন্তকার্যের গুণগত মানও প্রত্যাশিত পর্যায়ের হয় না। একইভাবে রাসায়নিক পরীক্ষা, ডাক্তারী ও ভিসেরা পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্তিতে বছরের পর বছর সময় লেগে যাওয়ায় ফৌজদারী মামলায় তদন্ত ও বিচার বিলম্ব হয়।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) একটি স্থায়ী, পোশাদার ও দক্ষ অপরাধ তদন্তকারী সংস্থা গড়ে তুলতে হবে। ঐ সংস্থার একমাত্র কাজ হবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে অপরাধ তদন্ত করা। দেশে ও বিদেশে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলা একটি দক্ষ তদন্তকারী সংস্থা ফৌজদারী মামলার দ্রুত বিচার নিষ্পত্তিতে প্রভূত সাহায্য করবে। যতদিন পর্যন্ত একটি স্থায়ী তদন্তকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন পর্যন্ত পুলিশ বিভাগের অপরাধ তদন্তকারী কর্মকর্তাদের কেবলমাত্র ঐ কার্যের জন্য আলাদা করে রাখতে হবে ও তাদেরকে স্বাধীনভাবে তদন্ত করার সুযোগ দিতে হবে এবং তাদেরকে অন্য কোন প্রকার কার্যে নিযুক্ত না করা নিশ্চিত করতে হবে।

(ii) অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ তদন্তকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত করতে হবে।

(iii) প্রত্যেকটি জেলা সদর দপ্তরে অপরাধ কর্মের আলামত সংরক্ষণের সুব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির রাসায়নিক পরীক্ষা এবং মরদেহের ভিসেরা পরীক্ষার সর্বাধুনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। উক্তরূপ পরীক্ষাসমূহ সমাপণের ও তৎপরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা নির্দিষ্ট করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরীক্ষাকার্য সমাপণে ব্যর্থ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুনির্দিষ্ট বিধান করতে হবে।

(iv) আলামত নিষ্পন্নের বাধ্যবাধকতা ও সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে।

২। পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যের উপর সমন জারী ঃ ধারা ৬৮, ৭০

ফৌজদারী কার্যধারায় কাউকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য ৬৮ ধারা মতে আদালত কর্তৃক সমন ইস্যু হয়ে থাকে। উক্ত ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী এরূপ সমন কোন পুলিশ অফিসার কর্তৃক অথবা এতদ্দেশ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি সাপেক্ষে সমন প্রদানকারী আদালতের কোন অফিসার কর্তৃক অথবা কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক জারী হয়ে থাকে। ৭০ ধারা অনুযায়ী সমন দেওয়া ব্যক্তিকে পাওয়া না গেলে তার পরিবারের কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ সদস্যের উপর সমন জারী করা যাবে মর্মে বিধান রয়েছে। আইন অনুযায়ী সমন দেওয়া ব্যক্তির পরিবারের কোন বয়স্ক মহিলা সদস্যের উপর সমন জারী করার বিধান নেই। এমতাবস্থায় পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ সদস্যরা দিনে কাজের উদ্দেশ্য বাড়ীর বাহিরে থাকায় অধিকাংশ সময় সমন জারী করা যায় না। ফলে সমন জারীতে বিলম্ব হয় এবং অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়। বর্তমানে বাংলদেশে আর্থ- সামাজিক প্রেক্ষাপটে মহিলাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নেতৃত্বগত অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ইহাছাড়া মহিলারা দিনের অধিকাংশ সময় বাড়ীতে অবস্থান করেন। বিদ্যমান বিধানটি জেন্ডার নিরপেক্ষও নয়। ফলে পরিবারের যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যের (পুরুষ বা মহিলা) উপর সমন জারী করা যাবে মর্মে বিধান করা সমীচীন।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) ৭০ ধারায় বিধান সংশোধন করে সমন দেওয়া ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে পরিবারের যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যের উপর সমন জারী করা যাবে মর্মে বিধান করা।

৩। ফ্যাক্স বা ই-মেইল বা ইলেকট্রিক ডিভাইস এর মাধ্যমে সমনজারী ঃ ধারা ৭২এ (সন্নিবেশ করার প্রস্তাব)

এই আইনের ৭২ ধারা অনুযায়ী সরকারী কর্মচারী সাক্ষী হলে কর্মরত সংশ্লিষ্ট অফিসের প্রধানের মাধ্যমে তাদেরকে সমন দেওয়া আদালতের দায়িত্ব। এই ধারায় সমন গ্রহনকারী ঊধ্বর্তন কর্মকর্তার দায়িত্ব হচ্ছে সমন দেওয়া ব্যক্তির উপর সমনটি জারি করা। ফৌজদারী অনেক মামলায় সরকারী কর্মচারী সাক্ষী হয়ে থাকে। মামলার তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তাও একজন সরকারী কর্মচারী। প্রায়ই তিনি বদলী হয়ে থাকেন। আদালতে স্থানীয় এখতিয়ারের মধ্যে বা বাইরে এ ধরনের সাক্ষীর সমনজারী সময় সাপেক্ষ ও অনেক সময় জটিল হয়ে পড়ে। ফলে নির্ধারিত তারিখে সাক্ষী হাজির না থাকায় মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হয়।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) আদালতের নিকটি যদি প্রতীয়মান হয় ৭২ ধারার অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর উপর সমন জারীর পাশাপাশি বা ব্যতীত ফ্যাক্স বা ই-মেইল বা অন্যকোন ইলেকট্রিক ডিভাইস এর মাধ্যমে সমন জারী সমীচীন তাহলে আদালত উহার মাধ্যমে সমন জারী করতে পারবে এবং উক্তরূপ সমন জারী যথাযথ সমন জারী হিসাবে গণ্য হবে। এরূপভাবে ফৌজদারী কার্যবিধিতে ৭২এ নতুন ধারা সন্নিবেশ করতে হবে।

৪। পলাতক ব্যক্তির জন্য হুলিয়া ও সম্পত্তি ক্রোক ঃ ধারা ৮৭, ৮৮, ৮৯

কোন ব্যক্তি ফাঁকি দেয়া, গোপন থাকা বা পালিয়ে বেড়ানোর কারণে তার বিরুদ্ধে জারিকৃত পরোয়ানা অকার্যকর ভাবে ফেরত আসলে এই ধারা অনুসারে আদালত ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে হুলিয়া (Proclamation) জারী করতে পারেন। প্রথমে পরোয়ানা জারী না করে হুলিয়া জারী করা যায় না। পরোয়ানা জারী করা হয়েছে কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন অথবা নিজেকে গোপন রাখছেন এই মর্মে জারীকারী কর্মকর্তাকে পরীক্ষা করে বা অন্যকোনভাবে স্পষ্টভাবে সন্তুষ্ট হওয়ার পরই কেবল আদালত হুলিয়া জারী করতে পারেন। আবার এই আইনের ৮৭ ধারা অনুসারে হুলিয়া প্রদানকারী আদালত যে কোন সময়ই হুলিয়াধীন ব্যক্তির অস্থাবর বা স্থাবর উভয় প্রকারের যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করার আদেশ দিতে পারেন। বাস্তবে এই ধারার অধীনে কার্যক্রম করতে অনেক সময় বছরের পর বছর সময় লেগে যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, ধারা ৩৩৯বি(১) অনুযায়ী কোন আত্মগোপনকারী বা পলাতক আসামীকে নালিশী অপরাধের আমলে গ্রহণকারী আদালত বহুল প্রচারিত কমপক্ষে দুইটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে আদেশের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই আদালতে হাজির হবার নির্দেশ দিয়ে থাকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হলে তার অনুপস্থিতিতে বিচার অনুষ্ঠিত হয়। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, আসামীকে তার বিরুদ্ধে আনিত অপরাধ জ্ঞাত করার জন্য জাতীয় দুইটি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বিধান বাধ্যকরভাবে প্রচলিত রয়েছে। তবে বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলো নগদ টাকা ব্যতিত বিজ্ঞাপণ প্রচারে অনীহা প্রকাশ করে এবং এ খাতে সরকারী বাজেটও অপর্যাপ্ত থাকে। এমতাবস্থায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে আসামীকে মামলা সম্পর্কে জ্ঞাত করানো এবং আদালতে হাজির করানোর জন্য এ খাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ থাকা আবশ্যক।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৩৯বি(১) ধারা মতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করা।

(ii) উক্তরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রতিটি জাতীয় বাংলা দৈনিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আদালতের চাহিদামত সময়ে প্রচারের নিমিত্ত পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করতে সরকারী আদেশ জারী করা।

৫। সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তল্লাশী ঃ ধারা ১০৩

এই আইনের অধীনে তল্লাশীর জন্য প্রস্তুত অফিসার যে কোন স্থান বিধিমতে তল্লাশী করতে পারেন। তবে সে ক্ষেত্রে তল্লাশী স্থানের এলাকায় দুই বা ততোধিক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে তল্লাশীতে হাজির থাকা এবং তাদের উপস্থিতিতে তল্লাশী চালানোর বিধান রয়েছে। তল্লাশীর সময় জব্দকৃত সমস্ত জিনিষের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং জব্দ তালিকায় উক্ত সাক্ষীদের স্বাক্ষর থাকার এবং আদালতে উহা যথাযথ প্রমাণ করার আইনী বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে অপরাধের ধরণ ও প্রকরণ পরিবর্তন হয়েছে। অপরাধীদের ভয়ে জীবনের নিরাপত্তার অভাবে এবং তাদের আর্থিক প্রলোভনের কারণে আজকাল স্বাধীন, নিরপেক্ষ সাক্ষী পাওয়া দুস্কর হয়ে পড়েছে। ফলে মামলা প্রমাণ না হওয়ায় বড় বড় অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে এবং অপরাধ বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের বর্ডার এলাকায় রাত ২/৩ টার দিকে বা নদীর মাঝখানে অনেক সময় চোরাচালানী দ্রব্য, মাদক দ্রব্য , অবৈধ অস্ত্র টহলরত আইন শৃংখলা বাহিনী কর্তৃক উদ্ধার হয় এবং অপরাধীরা ধৃত হয়। গভীর রাত্রিতে এবং ফাঁকা জায়গায় উক্ত মারাত্মক ও অবৈধ মালামাল উদ্ধার বা জব্দকালে বিদ্যমান বিধি অনুসারে ঘটনা স্থানের গণ্যমান্য কমপক্ষে দুইজন নিরপেক্ষ সাক্ষী উপস্থিত পাওয়া সম্ভব হয় না। তল্লাশী কালে উপস্থিত নিরপেক্ষ দুই জন জব্দ তালিকার সাক্ষীদের অভাবে বিচারে দাগী আসামীরা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। অবস্থার প্রেক্ষিতে ১০৩ ধারার বিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক চোরাচালানী দ্রব্য, অবৈধঅস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধারের জন্য গভীর রাত্রিতে বা ফাঁকা জায়গায় বা নদীর মাঝখানে যখন তল্লাশী চালানো হয় এবং অবৈধ মালামাল জব্দ করা হয় সে রকম বিশেষ ক্ষেত্রে ১০৩ ধারার বিধান প্রযোজ্য নয় মর্মে ১০৩ ধারায় সংশোধন আনয়ন করতে হবে।

৬। অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতি ঃ ধারা ১১৪,১১৭

সমাজে শান্তি এবং জনশৃংখলা রক্ষার্থে অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধ করতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১০৬ হতে ১৫৩ ধারায় যাবতীয় বিষয় বর্ণিত আছে। ১১২ ধারা অনুসারে কার্যরত কোন ম্যাজিস্ট্রেট যখন ১০৭, ১০৮, ১০৯ বা ১১০ ধারার অধীনে উল্লিখিত প্রকারে তথ্য পেয়ে কোন ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর আদেশ দেন, তখন এরূপ ব্যক্তি আদালতে হাজির না হলে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে হাজির হওয়ার জন্য ১১৪ ধারা অনুসারে সমন অথবা পরোয়ানা প্রদান করে থাকেন। উক্ত সমন অথবা পরোয়ানামূলে যখন কোন ব্যক্তি হাজির হয় তখন ম্যাজিস্ট্রেট প্রাপ্ত খবরের সত্যতা সম্পর্কে ১১৭ ধারা অনুসারে অনুসন্ধান করে থাকেন।

উক্ত সমন অথবা পরোয়ানা ইস্যু সত্ত্বেও যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির না হন বা পলাতক থাকেন তখনকার পদ্ধতির বিষয়ে এ আইনে কিছু বর্ণিত নেই, যা স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত সমন অথবা পরোয়ানা পেয়ে কোন ব্যক্তি হাজির না হলে বা পলাতক থাকলে সে ক্ষেত্রে তার অনুপস্থিতিতে অনুসন্ধান কার্য করা যাবে মর্মে বিধান করা যেতে পারে।

৭। থানা হতে এজাহার এবং FIR এর কপি প্রাপ্তি ঃ ধারা ১৫৪

এ ধারায় আমলযোগ্য কোন অপরাধ সম্পর্কে থানার ভারপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার নিকট মৌখিক ভাবে সংবাদ দিলে তিনি উহা নির্দিষ্ট বহিতে লিখবেন এবং সংবাদদাতাকে পড়ে শুনাবেন। এভাবে মৌখিকভাবে প্রাপ্ত সংবাদ বহিতে লিখিত বা লিখিত ভাবে প্রাপ্ত প্রত্যেকটি সংবাদ উহা প্রদানকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়ার বিধান রয়েছে। তবে অপরাধ সংঘটন সম্পর্কে এরূপ সংবাদদাতাকে এজাহার বা FIR এর কপি দেওয়ার বিধান এ ধারায় উল্লেখ নেই। এজাহার বা FIR সংঘটিত অপরাধের প্রথম দিকের তথ্য হওয়ায় এতে সংবাদদাতার ভুলে যাওয়া বা ঘটনার অতিরঞ্জন হওয়ার সুযোগ কম থাকে। সংবাদ দাতা এজাহারের কপি পেলে তার বর্ণিত ঘটনার সঠিকতা সম্পর্কে জানতে পারবে, এতে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে ফলে পরবর্তীতে জটিলতা কমে আসবে। ভারতেও এরূপভাবে সংবাদদাতার এজাহারের কপি প্রাপ্তির বিধান প্রচলিত আছে।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) এজাহার করার সাথে সাথে এজাহারকারীকে এজাহার এবং FIR এর একটি কপি বিনা খরচে প্রদানের বিধান রেখে আইন তথা পুলিশ রেগুলেশন সংশোধন করা।

৮। একই পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক এজাহার দায়ের ও তদন্ত করা ঃ ধারা ১৫৪, ১৫৬

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৫৪ ধারা অনুযায়ী আমলযোগ্য মামলার ক্ষেত্রে থানার উপযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তা নিজ অথবা অন্য যে কোন সংবাদের ভিত্তিতে এজাহার দায়ের করে থাকেন। আবার এই কার্যবিধির ১৫৬ ধারা অনুযায়ী থানার স্থানীয় সীমার মধ্যে পুলিশ কর্মকর্তা যে কোন মামলার ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করার এখতিয়ার রাখেন। এখানে কোন কোন মামলায় থানার যে সংবাদ দাতা পুলিশ কর্মকর্তা যে মামলা দায়ের করে থাকেন, তার আবার উক্ত মামলার ঘটনা তদন্ত করার ক্ষেত্রে আইনগত কোন বাধা নেই। একই ব্যক্তি কর্তৃক মামলা দায়ের ও তদন্তের ঘটনা অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। এতে সংবাদদাতা মামলা রজুকারী পুলিশ কর্মকর্তা অতি ঈষান্বিত হয়ে উঠতে পারে এবং যে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থের শিকার হতে পারে। ফলে মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও জনগণের আস্থাশীলতা কমে যায় এবং ন্যায় বিচার ব্যহত হয়।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) ১৫৬ ধারা সংশোধন করে সংবাদ দাতা পুলিশ কর্মকর্তা যাতে বিশেষ ব্যতিক্রম পরিস্থিতি ব্যতিত একই মামলা দায়ের ও ঘটনা তদন্ত করতে না পারে এ রকম বাধা নিষেধ সংযোজন করা।

৯। পুলিশ কর্তৃক সাক্ষীদের পরীক্ষাকরণ ঃ ধারা ১৬১ ও ১৬২

এই ধারা অনুযায়ী তদন্ত পরিচালনাকারী পুলিশ কর্মকর্তা ঘটনা ও ইহার অবস্থা জানেন বলে অনুমিত ব্যক্তিকে মৌখিকভাবে পরীক্ষা করতে পারেন বা পরীক্ষাকালে উক্ত ব্যক্তির বিবৃতি তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা লিখিয়ে নিতে পারেন। এইভাবে কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে তদন্তকারী কর্মকর্তার সকল প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য থাকেন। তবে ১৬২ ধারা মতে এই রূপ লিপিবদ্ধকৃত বিবৃতিতে বিবৃতিদানকারীর কোন স্বাক্ষর বা টিপ সহি নিতে হয় না। অথচ এইরূপ বিবৃতিই বিচারকালীন সময়ে সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। বিচার আদালতে আসামীপক্ষের জেরায় প্রদত্ত সাক্ষ্যের সাথে ১৬১ ধারা মতে লিপিবদ্ধকৃত বিবৃতি পরস্পর বিরোধী হলে, বিবৃতি অসম্পুর্ণ থাকলে, কিছু বাদ পড়লে ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ১৪৫ ধারা মতে আসামী পক্ষ ইহার সম্পুর্ণ সুবিধা পায়। অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা অবহেলায় বা নিজ খুঁশিতে বা আসামী পক্ষের প্রলোভনে ইচ্ছাকৃতভাবে সঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে না গিয়ে, সাক্ষীদের পরীক্ষা না করে, বা যত্নসহকারে সাক্ষীর প্রদত্ত বিবৃতি না লিখে পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করে থাকে। ইহাতে আসামীরা সুবিধা পায় এবং মামলা হতে খালাস পায়। কাজেই আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এবং সাক্ষীগন যাতে আসামী কর্তৃক পরবর্তীতে প্রলোভিত হয়ে মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান না করতে পারে এই মর্মে ১৬১ ধারা ও ১৬২ ধারা সংশোধন হওয়া আবশ্যক।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) ১৬১ ধারা অনুযায়ী সাক্ষীর বক্তব্য রেকর্ড করা হলে তাতে সাক্ষীর স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা এবং প্রয়োজনে টেপরেকর্ডার, ক্যামেরা, বা ভিডিও বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক ডিভাইস মাধ্যমে উহা ধারণ করে রাখা। প্রয়োজনে সাক্ষ্য আইন সংশোধন করা যেতে পারে।

(ii) পুলিশের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে বিবৃতিদানকারীর স্বাক্ষর নিতে হবে এ মর্মে ১৬২ ধারা সংশোধন করা।

১০। বিবৃতি এবং দোষ স্বীকারোক্তি লিপিবদ্দকরণের ক্ষমতা ঃ ধারা ১৬৪

এই ধারার বিধানমতে প্রথম শ্রেনীর বা ক্ষমতা প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট ১৬৪ ধারা মতে আসামির জবানবন্দী যেভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে উহা অনুসরণ করে তদন্ত বা বিচারকালিন যে কোন সময় সাক্ষীর বিবৃতি বা আসামীর দোষ স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করে থাকেন। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় এরূপ প্রায় ক্ষেত্রেই আসামীর পক্ষে মামলা বিচার চলার সময় সাক্ষীর বিবৃতি বা আসামীর দোষস্বীকারোক্তি বিভিন্ন অজুহাতে উহা প্রত্যাহারের আবেদন করে। ইহাতে একদিকে মামলার সাক্ষ্যগত গুণাগুণ নষ্টের সুযোগ সৃষ্টি হয়; অপরদিকে অনেকক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট ও আদালত এর সময় অপচয় হয়।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) ধারা ১৬৪ এ অডিও ভিজুয়াল এর মাধ্যমে প্রয়োজনে সাক্ষীর বক্তব্য বা অভিযুক্তের দোষ স্বীকারোক্তি রেকর্ড করার বিধান করা।

(ii) ১৬৪ ধারায় সাক্ষীর জবানবন্দি এবং নতুন ১৬৪এ ধারা প্রবর্তন করে অভিযুক্তের দোষ স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য পৃথক বিধান করা।

১১। বিনা পরোয়ানায় আটকের ক্ষেত্রে তদন্ত ঃ ধারা ৬১, ১৬৭ (১)

ফৌজদারী কার্যবিধির ৬১ ধারায় কোন পুলিশ কর্মকর্তা বিনা পরোয়ানায় কোন ব্যক্তিকে ১৬৭ ধারা অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতিত যাতায়াত সময় বাদ দিয়ে ২৪ ঘন্টার অধিক কাল আটক রাখতে পারেনা। এইরূপ আটকের ক্ষেত্রে ১৬৭ ধারার ম্যাজিষ্ট্রেট এর আদেশ ব্যতিত প্রকান্তরে ২৪ ঘন্টা সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্নের জোর রয়েছে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হলে এবং অভিযোগ বা সংবাদ দৃঢ় ভিত্তিক হলে ১৬৭ ধারার বিধান অনুসারে নিকটবর্তী সংশ্লিষ্ট জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর পুলিশ আসামীকে অগ্রবর্তী করে থাকেন। বিনা পরোয়ানায় এরূপ আটককৃত ব্যক্তিকে ১৫ দিন পর্যন্ত আটক থাকতে হতে পারে। এতে আটককৃত ব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রেই হয়রানির শিকার হয়। কারণ ফৌজদারী কার্যবিধির ৬১ এবং ১৬৭(১) ধারার আইনের বিধান মতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে; এরূপ মামলা খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিনা পরোয়ানায় আটককৃত ব্যক্তির ২৪ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হওয়া বা অন্য যে কোন মামলার তদন্ত দ্রুত না হওয়ার কারণের মধ্যে রয়েছে, পুলিশ সদস্যের স্বল্পতা, পুলিশের উপর ব্যাপক সংখ্যক মামলার তদন্তভার, আইন শৃংখলাসহ নানাবিধ দায়িত্ব পালন, আসামি ও স্বাক্ষীর প্রকৃত ঠিকানা সংগ্রহে বিলম্ব, দায়িত্বের প্রতি অবহেলা ও জবাবদিহিতার অভাব।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) ১-১১-১৯৯২ খ্রিঃ তারিখে ৪২ নং আইন (Act XLII of 1992) দ্বারা ১৬৭ ধারার (৬), (৭) ও (৭ক) উপ ধারা বাতিল সংক্রান্ত আদেশ রহিত করে উহা পুণরুজ্জীবিত করতে হবে। অথবা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর বিদ্যমান তদন্ত সংক্রান্ত বিধানের আদলে আইন করা যেতে পারে।

১২। পুলিশ রিপোর্ট দাখিল ঃ ধারা ১৭৩

এই আইনের ১৭৩(১)(এ) ধারা অনুযায়ী অনাবশ্যক বিলম্ব ছাড়াই মামলার প্রতিটি তদন্ত সমাপ্ত করে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পুলিশ রিপোর্ট আদালতে দাখিলের বিধান রয়েছে। ১৭৩ (১)(বি) ধারা মতে যে ব্যক্তি অপরাধ সংঘটন সম্পর্কে প্রথমে সংবাদ দিয়েছিলেন, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত উপায়ে তাকে গৃহিত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করার বিধান রয়েছে। এই ধারায় মামলার তদন্ত সমাপ্ত করার নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা নেই। ফলে বছরের পর বছর মামলা গুলো তদন্ত পর্যায়ে পড়ে থাকে। বিচার প্রার্থী জনগণ দ্রুত ও ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। পুলিশ রিপোর্ট দুই ভাবে দাখিল হয়ে থাকে যথা চার্জশীট ও চূড়ান্ত রির্পোট। যে ভাবেই পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করা হোক না কেন, পুলিশ রেগুলেশন এর বিধান অনুযায়ী তদন্তের ফলাফল এজাহারকারীকে অবগত করতে হয়। বাস্তব অবস্থায় দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তদন্তকারী কর্মকর্তা এজহারকারীকে তদন্তের ফলাফল অবগত করেনা; ফলে এজাহারকারী বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আদালতের সমন বা ওয়ারেন্ট পেয়ে আদালতে এসে নারাজী দাখিল করে। নারাজী শুনানী শেষে অধিকতর তদন্তের আদেশ হলে উহার বিরুদ্ধে পক্ষ আবার রিভিশনেও যায়। এভাবে মামলা আবার অধিকতর তদন্তের আদেশ হয়। বার বার বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক তদন্ত হওয়ার কারণে পুরাতন মামলার সংখ্য দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) পুলিশ রেগুলেশন এর বিধান অনুযায়ী এজাহারকারীকে তদন্তের ফলাফল সম্পর্কে কপি সরবরাহ করার বাধ্যবাধকতার বিষয়টি পালনে নিশ্চিত করতে হবে।

১৩। দায়রা আদালত কর্তৃক অপরাধ আমলে নেওয়া ঃ ধারা ১৯৩

১৯৩(১) ধারার বর্ণিত আছে এই কার্যবিধি অথবা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে ব্যক্তভাবে বিধান থাকা ব্যতীত এদ্দুদ্দেশ্যে যথাযথ ভাবে ক্ষমতাবান কোন ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে দায়রা আদালতে প্রেরণ না করলে কোন দায়রা আদালত মূল এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত হিসেবে অপরাধ আমলে নিবেন না। এখানে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক দায়রা আদালতে আসামীকে প্রেরণের কথা বলা আছে। মূলতঃ এখানে 'আসামী' শব্দের পরিবর্তে 'মামলা' শব্দটি থাকা যুক্তি সঙ্গত হচ্ছে।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) ১৯৩ (১) ধারায় ''আসামী'' শব্দের পরিবর্তে ''মামলা'' শব্দ প্রতিস্থাপিত হবে।

ফৌজদারী মামলা বিচারকালীন সংস্কার

১৪। কতিপয় ফৌজদারী অপরাধ প্রমাণের দায়িত্বের ক্ষেত্রে ঃ

আমাদের দেশে ফৌজদারী অপরাধ প্রমাণের দায়িত্ব সম্পূর্ন ভাবে প্রসিকিউশন এর উপর অর্পিত। সন্দেহাতীতভাবে (Beyond reasonable doubt) প্রসিকিউশনকে প্রমাণের এ দায়িত্ব পালন করতে হয়। নীতিগত ভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, 'দশ জন অপরাধী খালাস পেলেও যেন এক জন নিরাপরাধ ব্যক্তি সাজা না পায়'। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কারিগরী ও বিজ্ঞানের উন্নতির যুগেও অপরাধের প্রকৃতি, পরিধি, গভীরতা ও ভিন্নতা বেড়েছে আশংখাজনক হারে। সমাজের অপরাধ জগতে গডফাদার সৃষ্টি হয়েছে। জীবনের ভয়ে, নিরাপত্তার অভাবে এদের বিরুদ্ধে কেউ আদালতে সাক্ষী দিতে সাহস পায় না। ফলে গুরুতর অপরাধের প্রত্যক্ষ বা জব্দ তালিকার কোন সাক্ষী সত্য বলতে পারেনা। এমনকি স্বাধীন, নিরপেক্ষ, স্বার্থহীন সাক্ষী পাওয়াও দুস্কর হয়ে পড়েছে। এ ভাবে Benefit of doubt নীতিতে আদালত হতে দাগী আসামীরা খালাস পেয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য কার্যবিধিতে Reasonable doubt ও Benefit of doubt এর সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দেওয়া নেই। এমতাবস্থায় ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার মুলউদ্দেশ্য 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা' ব্যহত হচ্ছে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে স্বামীর হেফাজতে থাকাকালীন স্ত্রী হত্যা হলে হত্যার কারণ বা ঘটনা প্রমাণের দায়িত্ব অনেকটা স্বামীর উপর অর্পিত থাকার বিধান প্রচলিত রয়েছে। এমতাবস্থায় ফৌজদারী গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে আসামীকে পরীক্ষাকালে শুধু 'আমি (আসামী) নির্দোষ' বা '(আসামী) নিরব থাকার' অজুহাতে আসামীকে Benefit of doubt এর সুযোগ দেওয়া সমীচীন হবে না। এখন সময় এসেছে- 'একজন নির্দোষ ব্যক্তি যাতে সাজা না পায় এবং একজন অপরাধীও যাতে খালাস না পায়' নীতি অনুসরণ করার।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) ফৌজদারী কার্যবিধিতে 'Reasonable doubt' এবং 'Benefit of doubt' এর সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করা।

(ii) চোরাচালান, মাদকদ্রব্য, অস্ত্র, অপহরণসহ ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, পুলিশের হেফাজতে থাকাকালীন আসামীর গুরুতর জখম বা মৃত্যু সংক্রান্ত ইত্যাদি জঘন্যও গুরুতর অপরাধের অভিযোগের মামলায় আসামীদের Benefit of doubt নীতির সুযোগ পাবার আগে আসামী পক্ষের অবস্থানগত ঘটনা প্রমাণের দায়িত্ব আসামী উপর থাকা বাঞ্চনীয়। এক্ষেত্রে প্রমাণের দায়িত্ব হস্তান্তর সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট বিধান প্রণয়ন করে ফৌজদারী কার্যবিধি এবং তদ্‌সহ সাক্ষ্য আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন করা যেতে পারে।

১৫। দোষ স্বীকারের ক্ষেত্রে দন্ড ঃ ধারা ২৪৩, ২৬৫ই

ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৩ ধারা মতে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আসামী তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের সত্যতা স্বীকার বা দোষ স্বীকার করলে, কেন তাকে দন্ড দেওয়া হবে না, এ মর্মে তাকে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কারণ দর্শানোর বিধান রয়েছে। আসামী কর্তৃক দর্শানো জবাবের প্রেক্ষিতে অপরাধের প্রকৃতি, পরিমাণ বা গভীরতা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাজার পরিমাণ নির্ধারণ করে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করেন। অথচ ২৬৫ই ধারায় দায়রা আদালতে বিচার্য বড় বড় অপরাধের অভিযোগে দায়রা আদালতের নিকট দোষ স্বীকারের ক্ষেত্রে এরূপ কারণ দর্শানোর বিধান বা সুযোগ নেই। বিভিন্ন ফৌজদারী অপরাধের ক্ষেত্রে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিধান থাকা অসমাঞ্জস্যপূর্ণ ও অবাঞ্চনীয়। দায়রা আদালতে বা অন্য কোন ট্রাইব্যুনালে আসামীর দোষ স্বীকারের ক্ষেত্রে ২৪৩ ধারার বিধান অনুযায়ী কারণ দর্শানোর একইরূপ পদ্ধতিগত বিধান থাকা সমীচীন।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) ২৪৩ ধারা অনুযায়ী দায়রা বা অন্যকোন ট্রাইব্যুনাল এর নিকট দোষ স্বীকারের ক্ষেত্রে আসামীকে কেন দন্ড দেওয়া হবে না এ মর্মে কারণ দর্শানোর বাধ্যবাধকতার বিধান থাকা উচিত। ফলে ২৪৩ ধারার অনুরূপ ২৬৫ই ধারায় সংশোধন আনয়ন করতে হবে।

১৬। যুক্তিতর্ক শুনানীর ব্যবস্থা ঃ ধারা ২৪৪, ২৬৫জে

কার্যবিধির ২৬৫জে ধারা অনুসারে প্রসিকিউশন ও আসামী পক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দী গৃহিত হওয়ার পর দায়রা আদালতে সরকারী কৌশলী এবং আসামী পক্ষের উকিলের সওয়াল জবাব (যুক্তিতর্ক) প্রদানের বিধান আছে। অথচ ২৪৪ ধারা মতে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গৃহিত হওয়ার পর উক্তরূপ যুক্তিতর্ক প্রদানের সুযোগ নেই। ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়রা আদালতের জন্য যুক্তিতর্ক প্রদানের সুযোগ একইরূপ থাকা বাঞ্চনীয়। অনেক সময় যুক্তিতর্কের মাধ্যমে মামলার আইনগত ও ঘটনাগত সুক্ষ্ম বিষয়গুলো আদালতের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়। ফলে আদালত বিচারের সময় সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়। তবে পক্ষদের দীর্ঘ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে যাতে আদালতের সময় অযথা নষ্ট না হয়, সেজন্য পক্ষগণ কর্তৃক আদালতে নিজ নিজ পক্ষে যুক্তিতর্ক লিখিত ভাবে দাখিল হওয়া সমীচীন।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) সকল প্রকার ফৌজদারী মামলায় উভয় পক্ষের সাক্ষ্য সমাপ্ত হওয়ার পর নিজ নিজ পক্ষে লিখিত যুক্তিতর্ক দাখিলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে ২৬৫জে ধারা অনুসারে ২৪৪ ধারা সংশোধন করতে হবে।

১৭। নালিশী মামলার ক্ষেত্রে ফরিয়াদীর অনুপস্থিতি ঃ ধারা ২৪৭

কার্যবিধির ২৪৭ ধারা অনুসারে নালিশী মামলার ক্ষেত্রে ফরিয়াদীর নালিশক্রমে সমন প্রদত্ত হয়ে থাকলে আসামীর হাজির হওয়ার জন্য নির্ধারিত তারিখে অথবা পরবর্তী যে তারিখ পর্যন্ত শুনানী মুলতবী থাকে, সে তারিখে ফরিয়াদী হাজির না হলে ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে খালাস দিবেন; যদি না উপযুক্ত কারণ ব্যতিত ম্যাজিস্ট্রেট মামলার শুনানী মুলতবী না রাখেন।

এখানে ফরিয়াদীর পক্ষের শুনানী মুলতবী রাখা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। উল্লেখ্য এ আইনে সমন অথবা ওয়ারেন্ট পেয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি (আসামী) আদালতে ধারাবাহিকভাবে ধার্য তারিখে হাজির না হলেও পরবর্তীতে যে কোন ধার্য তারিখে তার আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন বাধা নেই বা সাজামুলক কোন ব্যবস্থা নেই। ইহা ছাড়া থানার মামলার (জি.আর) ক্ষেত্রে আসামীর হাজির হওয়ার জন্য নির্ধারিত তারিখে অথবা পরবর্তী শুনানী তারিখে এজাহারকারী হাজির না হলে আসামীকে খালাস দেওয়ার বিধান নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোন বিচার প্রার্থী থানায় মামলা দায়ের না করে আদালতে মামলা দায়ের করলে এ ধারা অনুসারে নির্ধারিত তারিখে শুধুমাত্র অনুপস্থিতির কারণে বিচার প্রাপ্তির সুযোগের ক্ষেত্রে সে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে তথা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। একইরূপ অপরাধের জন্য থানায় অথবা আদালতে মামলা দায়েরের ভিন্নতার কারণে বিচার প্রার্থীর ক্ষেত্রে উক্তরূপ বৈষম্য নিরসন হওয়া আবশ্যক।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) ২৪৭ ধারাটি বাতিল করা।

১৮। ফরিয়াদী না থাকলে কার্যক্রম বন্ধ করার ক্ষমতা ঃ ধারা ২৪৯

এ ধারানুসারে মামলা নালিশের ভিত্তিতে ছাড়া অন্য কোনভাবে দায়ের করা হলে উপযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট মামলার যে কোন পর্যায়ে কারণ লিপিবদ্ধ করে খালাস অথবা দন্ডের রায় ঘোষনা না করেই কার্যক্রম বন্ধ করতে পারেন এবং অতঃপর আসামীকে মুক্তি দিতে পারেন। এ ধারায় নালিশী মামলা ছাড়া অন্য মামলার ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটকে এ ধরনের ক্ষমতা দিলেও, দায়রা আদালতের সমরূপ ক্ষমতা নেই। অস্বাভাবিক বা ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থায় প্রয়োজনে এরূপ ক্ষমতা আদালতকে প্রয়োগ করতে হয়। ফলে নালিশী মামলাসহ যে কোন ফৌজদারী মামলায় এবং যে কোন ফৌজদারী আদালতের মামলা বন্ধ করার ক্ষমতা থাকা বাঞ্চনীয়।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) যে কোন ফৌজদারী মামলায় যে কোন ফৌজদারী আদালত ধারায় বর্ণিত উপযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করে যে কোন পর্যায়ে মামলা বন্ধ করতে পারবে এবং আসামীকে মুক্তি দিতে পারবে এমর্মে ২৪৯ ধারার বিধান সংশোধন করতে হবে।

১৯। মিথ্যা, তুচ্ছ ও বিরক্তি জনক অভিযোগের ক্ষেত্রে ঃ ধারা ২৫০

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মিথ্যা মামলা করে নিরীহ মানুষকে হয়রানী করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট যখন কোন মামলার বিচার কালে দেখেন যে, আনিত অভিযোগ মিথ্যা ও বিরক্তিকর অথবা তুচ্ছ, তখন এরূপ ক্ষেত্রে ২৫০ ধারা অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেট ফরিয়াদীকে ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা বা ক্ষেত্রমতে কারাদন্ডের আদেশ দিতে পারেন। এ ধারা কেবলমাত্র ম্যাজিস্ট্রেটকে উক্তরূপ ক্ষমতা দিলেও, কোন দায়রা জজকে অনুরূপ ক্ষমতা দেয়নি। ফলে দায়রা জজ বা বিশেষ ট্রাইব্যুনালগুলোতে মিথ্যা মামলা দায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনুরূপ কোন পদক্ষেপ বা সাজা দিতে পারেন না। এমতাবস্থায় মিথ্যা, তুচ্ছ বা বিরক্তিকর মামলা দায়ের এর প্রবণতা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। ফলে উক্ত প্রবণতা বন্ধ করতে দায়রা জজ বা যে কোন ট্রাইব্যুনালকে ২৫০ ধারায় বর্ণিত ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার অনুরূপ বিচার ও সাজা দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা উচিত।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) ২৫০ ধারা সংশোধন করে ম্যাজিস্ট্রেট শব্দের পরে দায়রা আদালত বা অন্যকোন ফৌজদারী আদালত বিষয়টি যুক্ত করে এ ধারায় বর্ণিত ফৌজদারী অপরাধের ক্ষেত্রে সকল প্রকার ফৌজদারী আদালতকে সমরূপ ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

২০। পাবলিক প্রসিকিউটর এর অধীন ব্যক্তিগত আইনজীবী নিয়োগ ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে ঃ ধারা ২৬৫এ, ২৬৫বি ও ৪৯৩

২৬৫এ ধারা অনুসারে দায়রা আদালতে প্রত্যেকটি বিচারে পাবলিক প্রসিকিউটরের সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করার বিধান রয়েছে। ২৬৫বি ধারায় বর্ণিত আছে, ২০৫সি ধারার বিধান অনুসারে আদালতে আসামী হাজির হলে প্রসিকিউটর আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ বর্ণনার মাধ্যমে প্রথমে নিজেই বক্তব্য শুরু করবেন।

কার্যবিধির ৩৪০ ধারায় বলা আছে, ফৌজদারী আদালতে অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির অথবা আদালতে এ আইন অনুসারে যার বিরুদ্ধে কার্যক্রম রজু করা হয়েছে তার নিযুক্ত এডভোকেট দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার থাকবে। এখানে দেখা যাচ্ছে, ৩৪০ ধারা অনুসারে আসামীর পছন্দ অনুযায়ী তার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য দক্ষ ও আস্থাভাজন আইনজীবীর নিয়োগের সুযোগ রয়েছে। অনুরূপভাবে ফৌজদারী মামলা পরিচালনায় বা বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ফরিয়াদী ইচ্ছা প্রকাশ করলে তার নিযুক্ত এডভোকেট দ্বারা তার মামলা পরিচালনা বা বক্তব্য উপস্থাপনের একচ্ছত্র সুযোগ বা অধিকার থাকা উচিত।

কার্যবিধির ৪৯৩ ধারা অনুসারে পাবলিক প্রসিকিউটর সকল আদালতে তার দায়িত্বে ন্যস্ত সব মামলা পরিচালনা করতে পারবেন। ব্যক্তিগত ভাবে নিযুক্ত কৌশুলীগণ তার নির্দেশাধীন কাজ করবেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পাবলিক প্রসিকিউটর এর প্রতি নানান কারণে মামলার ফরিয়াদী বা মামলার ভিকটিমের আস্থা থাকে না। সে ব্যক্তিগত ভাবে তার পক্ষে দক্ষ, ও আস্থাভাজন এডভোকেট নিযুক্তির মাধ্যমে মামলা পরিচালনা বা বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য একান্ত ভাবে ইচ্ছুক হন। কিন্তু ব্যক্তিগত এডভোকেট সম্পূর্ণভাবে পি.পি.র অধীন হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে পি.পি.র স্বেচ্ছাচারিতা বা অদক্ষতার জন্য ফরিয়াদী পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং আত্মপক্ষের সমর্থনের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। ফলে ব্যক্তিগত উকিল সকল ক্ষেত্রে পাবলিক প্রসিকিউটর এর সম্পূর্ণ অধীন হবেন, এ বিষয়টি সংশোধন হওয়া আবশ্যক।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) ফরিয়াদী বা ক্ষেত্রমত এজাহারকারীর ইচ্ছানুসারে তার পক্ষে ব্যক্তিগত এডভোকেট নিয়োগ করতে পারবে এবং নিযুক্ত ব্যক্তিগত এডভোকেট তার মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বা বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রসিকিউটর এর অনুমতি নিতে হবে না বা তার নিরংকুশ অধীন হবেন না এমর্মে উক্ত ধারাগুলো সংশোধন করতে হবে।

২১। কার্যক্রম স্থগিত বা মুলতবী রাখার ক্ষমতা ঃ ধারা ৩৪৪

এই ধারার বিধানমতে কোন সাক্ষীর অনুপস্থিতি বা অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে আদালত উপযুক্ত মনে করলে যে কোন সময়ের জন্য সময়ে সময়ে কোন অনুসন্ধান বা বিচার আরম্ভ স্থগিত বা মুলতবী রাখার আদেশ দিতে পারেন। এই রকম স্থগিত বা মুলতবীর রাখার নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা নেই। মামলার সংখ্যা বেশী হওয়ার কারণে অনেক সময় আদালত কর্তৃক দীর্ঘ সময়ের জন্য মামলা স্থগিত বা মুলতবী থাকার আদেশ হয়। ইহাতে বিচার নিস্পত্তিতে বিলম্ব হয়। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফৌজদারী অপরাধ ও মামলার সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে। সে তুলনায় বিচারকের সংখ্যা বাড়েনি। বিচারকের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি ভৌগলিক অঞ্চল বিবেচনায় না নিয়ে মামলার সংখ্যাধিক্য অনুসারে বিচারক নিয়োগ দেওয়া আবশ্যক। মামলা ব্যবস্থাপনা ও আদালত প্রশাসন বাস্তবায়ণ এর মাধ্যমে মামলা স্থগিত বা মুলতবী রাখার সময় সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হলে মামলা আরও দ্রুত নিস্পত্তি হবে।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) বিচারকের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি ভৌগলিক অঞ্চল বিবেচনায় না নিয়ে মামলার সংখ্যাধিক্য অনুসারে বিচারক নিয়োগ দেওয়া আবশ্যক।

(ii) ৩৪৪ ধারায় কোন অনুসন্ধান বা বিচার আরম্ভ স্থগিত রাখার সময় সীমা নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক ইহার স্থগিতের সময় সীমা ত্রিশ দিন হতে পারে। ইহা ছাড়া মামলা ব্যবস্থাপনার বিধান বাস্তবায়ণ করা।

২২। ফৌজদারী মামলা আপোষ মীমাংসা (ADR) ঃ ধারা ৩৪৫, (৩৪৫এ ধারা প্রবর্তনের প্রস্তাব)

ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪৫ ধারায় আপোষের বিধান রয়েছে। কিন্তু উক্ত বিধান পর্যাপ্ত নয়। দন্ডবিধিতে বর্ণিত অনেক মামলা পারিবারিক, আর্থিক, ভূমি বিরোধের কারণে দায়ের হয়, যা পরবর্তীতে পক্ষগণ নিজেদের স্বার্থে তথা সমাজের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আপোষ করেন। ঐ সমস্ত মামলায় সাক্ষীর অভাবে বছরের পর বছর বিচারাধীন থাকায় পর শেষ পর্যন্ত আসামী খালাস পেয়ে থাকে। বর্তমানে প্রচলিত ফৌজদারী মামলার বিচার ব্যবস্থায় বাধ্যতামূলক বা নির্দেশমূলক ADR পদ্ধতি গ্রহণের তেমন কোন সুযোগ নেই। আপোষ করার ক্ষেত্রে আদালত সরাসরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না বা আদালতের জন্য তা বাধ্যতামূলক নয়। ৩৪৫ ধারার কে কার সাথে আপোষ করতে পারবে, কোন কোন ক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি লাগবে তা নির্দিষ্ট করা আছে। তাই দেখা যায় আপোষের ক্ষেত্রে এ ধারাতে ব্যাপক সুযোগ প্রদান করা হয় নাই।

ইহা ছাড়া ফৌজদারী মামলার অধিকাংশই হল জি.আর মামলা। জি.আর মামলার বাদী হন রাষ্ট্র। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যে কেউ বা সাধারণ জনগণ মামলার এজাহারকারী হতে পারে। আদালতে দায়ের কৃত মামলা যা সি. আর মামলা হিসাবে পরিচিত; এ সব মামলার ফরিয়াদী বা বাদী হন দরখাস্ত দাখিলকারী নিজে।

ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৮ ধারা অনুসারে বাদী/ফরিয়াদী সংশ্লিষ্ট মামলাটি যে কোন সময় প্রত্যাহার করে নিতে পারে। কিন্তু ফৌজদারী আদালতের বেশীরভাগ মামলা হল জি. আর মামলা যা সরাসরি থানায় দায়ের হয়। কিছু ক্ষেত্রে আদালতে দায়েরকৃত নালিশী দরখাস্ত ও জি. আর মামলায় রূপান্তরিত হয়; এ সব মামলায় রাষ্ট্রই বাদী হিসাবে গন্য হন। ফলে এজাহারকারী মামলা প্রত্যাহার করতে আইনানুগভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত বা অধিকারী নন। তারা মূলত মামলায় অন্যতম সাক্ষী হন। জি. আর মামলায় ৪৯৪ ধারা অনুযায়ী পাবলিক প্রসিকিউটর আদালতের অনুমতি নিয়ে মামলা প্রত্যাহার করতে পারেন। নেগোসিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্ট এর ১৩৮ ধারায় দায়েরকৃত মামলা সি. আর মামলা হিসাবে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দায়ের হলে উহা দায়রা আদালতে বিচার্য হওয়ায় মামলাগুলো সেশন মামলায় রুপান্তরিত হয়, তখন Cr.P.C ২৪৮ ধারা প্রযোজ্য না হওয়ায় পক্ষগণ ইচ্ছাকরলে মামলা আর আইনানুগ ভাবে প্রত্যাহার করতে পারে না। ফলে যে মামলাগুলোর পক্ষগণ আদালতের বাইরে আপোষ করেন সে গুলো আপোষের ভিত্তিতে প্রদত্ত সাক্ষ্য হয় এবং তা সাক্ষ্য গ্রহণ, ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা পরীক্ষা, যুক্তিতর্ক অনুসরণ করে রায় দিতে হয় এবং তাতে সময় লাগে। ফলে আদালতে অহেতুক মামলার জট সৃষ্টি হয়।

যে অপরাধের ক্ষেত্রে ADR প্রযোজ্য ঃ

গুরুতর ,ভয়াবহ, সমাজ ও দেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর অপরাধ সমূহে ADR পদ্ধতি প্রয়োগ কোন ভাবেই কল্যাণকর হবে না, তা পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হবে। যে সমস্ত অপরাধের সাজার পরিমাণ কম এবং তা সরাসরি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পত্তি ও অর্থ সংশ্লিষ্ট এবং যেগুলো আপোষে নিস্পত্তি হলে সমাজে কোনরূপ নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না, সে গুলো বিচারিক পর্যায়ে ADR পদ্ধতির আওতায় আনলে সুফল পাওয়া যাবে।

ফৌজদারী কার্যবিধিতে ADR পদ্ধতি যে ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে ঃ

(i) আসামীর সঙ্গে ভিকটিম বা এজাহারকারীর আপোষের ব্যবস্থা ADR পদ্ধতির মাধ্যমে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং তা অভিযোগ গঠনের সময় হতে রায় দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হতে পারে।

(ii) প্রথমেই ফৌজদারী আদালতে বিচার্য বিভিন্ন আইনের প্রয়োজনীয় ঐ সব ধারাগুলি আপোষযোগ্য করতে হবে, যেগুলি আপোষযোগ্য করলে দেশ ও সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ হবে না। তার জন্য Cr.P.C এর ৩৪৫ ধারায় পেনাল কোডের আরো ধারা সিডিউলসহ অন্যান্য বিভিন্ন আইনের আপোষযোগ্য ধারা সংযোজন করতে হবে। যেমন - দন্ডবিধির ১৪৩, ৩০৭, ৩২৬, ৩৮৫, ৪০৪, ৪১২, ৪৬৮, ৫০৬ (পার্ট -২) ইত্যাদি। ইহা ছাড়া Negotiable Instruments Act, 1881 এর ১৩৮ ধারার দায়ের মতে মামলা, ২০০০ সনের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে কতিপয় ধারার মামলা, ১৯১০ সনের বিদ্যুৎ আইন ও ১৯২৭ সনের বন আইনের অধীন মামলা ও মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর দন্ড সংক্রান্ত বিধানের অধীনে দায়ের কৃত আপীল মামলা গুলোতে আপোষের বিধান প্রবর্তন করা যায়।

(iii) আপোষযোগ্য মামলাগুলিতে বিচারিক আদালত কর্তৃক মামলার নথি পাবার পর বা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মামলা আমলে নেবার পর অভিযোগ গঠনের তারিখ না দিয়ে ADR এর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দিন ধার্য করতে হবে যা হবে বাধ্যতামূলক । এর জন্য প্রয়োজন হবে Cr.P.C সংশোধন। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারের জন্য Cr.P.C এর ধারা ২৪১এ এর আগে এবং দায়রা আদালতে এবং ট্রাইব্যুনালগুলোতে বিচারাধীন মামলায় Cr.P.C এর ধারা ২৬৫সি এর আগে একটি নতুন ধারা সংযোজন করা যেতে পারে।

(iv) আপোষযোগ্য মামলায় বিচারের সময়ে যে কোন পর্যায়ে মামলার বাদী/ এজাহারকারী বা ভিকটিম আদালতে আপোষের দরখাস্ত দাখিল করলে আদালত বাধ্যতামূলকভাবে দরখাস্ত গ্রহণ করে সংক্ষিপ্ত আকারে শুনানীর জন্য দিন ধার্য করে আপোষের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এইরূপ বিধান করা যেতে পারে।

(v) মামলার যে কোন পর্যায়ে আসামীর দোষ স্বীকার করার সুযোগ প্রদান করা।

(vi) আপোষযোগ্য মামলায় পলাতক ও অনুপস্থিত আসামীর পক্ষে তার পরিবারের সদস্য তথা তার বৈধ লিখিত প্রতিনিধিকে আপোষ করার সুযোগ প্রদান করা।

(vii) মামলায় পূর্বে বর্ণিত ADR এর পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে মামলায় যখন পক্ষগণ আপোষ করবে তখন উভয়ের মধ্যে একটি চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হতে হবে। ঐ চুক্তিনামায় পক্ষগণ যা স্বীকার বা অস্বীকার করবে তা পরবর্তীতে বিচার কালে স্বীকৃত/ অস্বীকৃতরূপে সাক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হবে এবং পক্ষদ্বয় ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারায় বর্ণিত স্টপেল নীতি দ্বারা বারিত হবেন এরূপ বিধান করা যেতে পারে যা ADR পদ্ধতি কার্যকরি করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

তদন্তাধীন মামলায় ADR প্রয়োগ ঃ

(i) সি. আর মামলা দায়েরের পর আমলে গ্রহণান্তে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আপোষের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে আসামী / অভিযুক্তকারী যখন আদালতে হাজির হয় সে সময় ADR পদক্ষেপ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

(ii) থানায় দায়েরকৃত যেসব মামলায় টাকা পয়সা লেনদেনের কারণে, স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে চুক্তি ভঙ্গের কারণে, প্রতারণার কারণে প্রভৃতি বিষয়ে মামলা হয়ে থাকে, এরূপ ক্ষেত্রে আসামীকে যখন গ্রেফতার করে আদালতে আনা হবে অথবা স্বেচ্ছায় যখন সে আদালতে হাজির হবে তখন আদালত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ADR গ্রহণের জন্য সংক্ষিপ্ত একটি তারিখ নির্ধারণ এবং আদালত এজাহারকারী, ভিকটিম ও আসামীর বক্তব্য শ্রবনান্তে ADR এর মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এর বিধান করা যেতে পারে।

এ সব ক্ষেত্রে Cr.P.C সংশোধন করতে হবে এবং ADR এর মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি হলে এ ক্ষেত্রেও একটি চুক্তিনামা হবে, ঐ চুক্তির শর্ত ভঙ্গ হলে ঐ চুক্তিনামায় পক্ষগণ যা স্বীকার বা অস্বীকার করবে তা পরবর্তীতে বিচারকালে স্বীকৃত/অস্বীকৃতরূপে সাক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হবে এবং পক্ষদ্বয় ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারায় বর্ণিত স্টপেল নীতি দ্বারা বারিত হবে মর্মে বিধান করা যায়, যা ADR পদ্ধতি বাস্তবায়ণ করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

২৩। Plea Bargaining পদ্ধতি ঃ ধারা ২৪৩এ, ২৬৫ইই প্রবর্তনের প্রস্তাব

ফৌজদারী মামলা বিলম্বিত হলে দেওয়ানী মামলার চেয়ে মানুষের হয়রানী ও কষ্ট বেশী হয়। অথচ দ্রুত ও ন্যায় বিচার পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার। ফৌজদারী অপরাধের জন্য মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা কর্তন হয় ও জেল হাজতে আটক থাকে এবং হাজতী আসামীরা জেলখানায় গাদাগাদি করে থাকে ও মানবেতর জীবন-যাপন করে। Plea Bargaining এর বিধান ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৩এ ও ২৬৫ইই ধারার প্রবর্তিত হলে একটি নতুন ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপ হিসাবে ফৌজদারী মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে অবদান রাখবে। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় আসামী স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করলে কিংবা চার্জ শুনানীর সময় আসামী দোষ স্বীকার করলে আমাদের দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে আসামীকে কোন সাজা রেয়াত দেয়ার সুযোগ নেই। " Guilty Plead" করলে কোন কোন আদালত উহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে কখনও কখনও আসামীকে আইনে বর্ণিত শাস্তির সর্বনিম্ন শাস্তি প্রদান করে থাকেন অর্থাৎ আসামী দোষ স্বীকার করলেও তাকে আইনে বর্ণিত সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ শাস্তির মধ্যে কোনটা প্রদান করা হবে তা ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়রা আদালতের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশে আসামী অনুরূপভাবে দোষ স্বীকার করার কারণে তাকে সাজা রেয়াত দেয়ার বিধান প্রবর্তিত আছে যা Plea Bargaining নামে পরিচিত।

Plea Bargaining হচ্ছে ফৌজদারী মামলার একধরণের চুক্তি (Agreement) যেখানে প্রসিকিউশন পক্ষ অভিযুক্তকে দোষ স্বীকারের সুযোগ গ্রহণ করতে বলে এই শর্তে যে, তাকে কম শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হবে অথবা তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত অভিযোগ গঠন করলেও দোষ স্বীকারের প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ শাস্তি থেকে কম শাস্তি প্রদান করা হবে।

এই পদ্ধতিতে প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে আসামীকে বলা হয় যে, সে যদি দোষ স্বীকার করে তাহলে তাকে আইনে বর্ণিত শাস্তি থেকে কিছুটা রেয়াত দেয়া হবে। এ আলোচনায় প্রসিকিউশন এবং আসামী ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে ভিকটিম অংশ নিয়ে মামলাটি নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ নেন। মধ্যস্থতা তথা ঐকমত্যের ভিত্তিতে তারা উহা করে থাকেন এবং পরবর্তীতে মধ্যস্থতার বিষয়টি লিখে পক্ষগণের সহি-স্বাক্ষরক্রমে আদালতে জমা দিতে হয়। আদালত কর্তৃক উহা গৃহীত হলে মামলাটি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয় এবং এর বিরুদ্ধে কোন আপীল বা রিভিশন মামলা দায়ের করা যায় না। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স, ভারত ইত্যাদি দেশে এই ব্যবস্থা চালু আছে এবং এর মাধ্যমে ফৌজদারী মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে। ভারতের ফৌজদারী কার্যবিধিতে যে ভাবে Plea Bargaining এর বিধানটি প্রচলিত আছে উহা বাংলাদেশের ফৌজদারী কার্যবিধিতে অন্তর্ভূক্ত করা হলে ইহার সুফল পাওয়া যাবে।

দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থাকে আঘাত করে এমন অপরাধ বা কোন নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ কিংবা ১৪ বছরের নীচের কোন শিশু সংশ্লিষ্ট কোন অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে ঐ বিধানগুলো প্রযোজ্য হবে না। বিচারাধীন কোন মামলায় আসামী হলফনামাসহ ফৌজদারী কার্যবিধির বর্ণিত ধারা মতে দরখাস্ত দিয়ে স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারের কথা বর্ণনা করবে। অতঃপর আদালতের দায়িত্ব হচ্ছে ঐ আসামীকে রুদ্ধদার কক্ষে পরীক্ষা করা, আদালত সন্তুষ্ট হলে পক্ষদেরকে তদানুসারে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মামলাটি নিষ্পত্তির নির্দেশ দিবেন।

বর্ণিত দরখাস্তটি আসামী কর্তৃক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দাখিল করা না হয়ে থাকলে কিংবা পূর্বে দরখাস্তকারী আসামীর একই অপরাধের জন্য দন্ড প্রাপ্ত হলে উহা ADR এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাবে না। সে

ক্ষেত্রে আদালত মামলাটি সাধারণ বিচার পদ্ধতিতে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিবেন বলে আইনে বিধান রাখা যেতে পারে।

পক্ষগণ যখন বর্ণিত পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তিতে ঐকমত্যে পৌঁছেন তখন আদালত এ বিষয়ে একটি আদেশ দিবেন। আপোষের বিষয়টি রিপোর্ট বা সোলেনামার আকারে লিখে উহাতে পক্ষগণ (ক্ষেত্র বিশেষে ভিকটিম), তাদের নিযুক্তিয় এ্যাডভোকেট এবং আদালত স্বাক্ষর করবেন। অতঃপর আদালত আমাদের দেশে বিদ্যমান আইনের আলোকে নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করবেন ঃ

(ক) আপোষের শর্তানুসারে ভিকটিমকে ক্ষতিপূরণ প্রদান;
(খ) The Probation of Offenders Ordinance,1960 এর আলোকে আসামীকে প্রবেশনে পাঠানো;
(গ) আইনে সর্বনিম্ন শাস্তির বিধান থাকলে আসামীকে অর্ধেক শাস্তি প্রদান;
(ঘ) নির্ধারিত শাস্তির এক-চতুর্থাংশ প্রদান।

ফৌজদারী মামলায় দ্রুত নিষ্পত্তিতে ADR বা আপোষ বিধানের পাশাপাশি Plea Bargain এক ভিন্ন ও কার্যকরী ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ADR ব্যবস্থায় অপরাধীর কোন রকম সাজা না খাটার সুযোগ থাকলেও Plea Bargaining ব্যবস্থায় নুন্যতম সাজার নিশ্চয়তা রয়েছে। তবে এতে এক বা একাধিক অপরাধের অভিযোগ প্রত্যাহার ও কম সাজা দেওয়ার সুযোগ থাকায় অপরাধীরা Plea Bargaining এর মাধ্যমে স্বেচ্চায় দোষ স্বীকারে এগিয়ে আসে। এভাবে আপোষযোগ্য নয় এমন মামলায় Plea Bargaining এর বিধান প্রয়োগ করেও দ্রুততার সাথে ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব।

২৪। আসামী পক্ষের ডকুমেন্ট বিবেচনার সুযোগ ঃ ২৪১এ

আসামী ম্যাজিস্ট্রেট অথবা দায়রা জজ এর নিকট হাজির হলে বা তাকে হাজির করা হলে ম্যাজিস্ট্রেট মামলার নথি ও তৎসহ দাখিলকৃত যাবতীয় কাগজপত্র বিবেচনা করে এবং ম্যাজিস্ট্রেট যেমন প্রয়োজন মনে করেন সে মোতাবেক আসামীর জবানবন্দী গ্রহণ করে এবং ফরিয়াদী ও আসামীকে বক্তব্য পেশ করার সুযোগদান করে যদি মনে করেন যে, অভিযোগ ভিত্তিহীন তাহলে তিনি আসামীকে অব্যাহতি দিবেন এবং এরূপ করবার কারণ লিপিবদ্ধ করবেন। এখানে প্রসিকিউশনের বক্তব্য ও তার দাখিলির ডকুমেন্ট বিবেচনা করার আদালতে সুযোগ আছে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে আসামীর বক্তব্যের সুযোগ থাকলেও তার দাখিলিয় ডকুমেন্ট আদালতের বিবেচনার সুযোগ নেই। এ পর্যায়ে আদালতের প্রমাণিত ও ধর্তব্য ডকুমেন্ট বিবেচনার সুযোগ থাকলে আসামীর দ্রুত ও ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সুযোগ প্রসারিত হবে।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) এই ধারায় আসামী পক্ষের বক্তব্য শুনার পাশাপাশি তার দাখিলিয় ডকুমেন্ট প্রয়োজনে ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিবেচনায় নিয়ে আদালত সিদ্ধান্ত দিতে পারবে এ ধরণের বিধান সংযোজন করা যেতে পারে।

২৫। যুক্তিতর্ক ঃ ধারা ২৬৫জে ও ২৬৫কে

২৬৫জে ধারায় বর্ণিত মতে ফৌজদারী মামলায় প্রসিকিউটর পক্ষের সাক্ষী এবং আসামী পক্ষের সাক্ষীদের (যদি থাকে) জবানবন্দী গ্রহণ করার পর প্রসিকিউটর ও আসামী পক্ষের কৌশলী তাদের নিজ নিজ পক্ষের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ পেশ করে থাকেন। ইহাই যুক্তিতর্ক। ২৬৫কে ধারামতে যুক্তিতর্ক এবং আইনের পয়েন্ট (যদি থাকে) শুনানীর পর আদালত মামলার রায় প্রদান করেন। সারসংক্ষেপ পেশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রসিকিউটর পক্ষের অনুকূলে বা প্রতিকূলে উভয় পক্ষে নথিভুক্তির ঘটনা অবস্থা বা সাক্ষ্য অনুধাবনে বিচারককে এমনভাবে সহায়তা করা যাতে বিবেচনার্থে উত্থাপিত বিষয়ে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। বর্তমান অবস্থায় দেখা যায় ফৌজদারী মামলায় যুক্তিতর্ক অনেক সময় পক্ষগণ অপ্রয়োজনীয় অধিক সময় ব্যয় করে থাকেন, এমনকি কয়েকদিন ধরে যুক্তিতর্ক শুনানী চলতে থাকে। ইহাতে মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্বঘটে, সময় ও অর্থের অপচয় হয়।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) যুক্তিতর্কের তারিখে পক্ষগণ কর্তৃক লিখিত যুক্তিতর্ক দাখিলের বিধান করা যেতে পারে।

২৬। দন্ড রদ বদলের ক্ষমতা ঃ ধারা ৪০২

এ ধারাবলে সরকার দন্ডিত ব্যক্তির সম্মতি ছাড়াই নিম্নলিখিত যে কোন দন্ড রদবদল করে ইহার পরে উল্লিখিত যে কোন দন্ড দিতে পারেন, যেমন ঃ

মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড, আসামী যে সময়ের জন্য দন্ডিত হতে পারত তার অনধিক সময়ের জন্য সশ্রম কারাদন্ড, অনুরূপ মেয়াদের জন্য বিনাশ্রম কারাদন্ড, জরিমানা। এ ধারা অনুযায়ী সরকার সাজা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির কোন দন্ড পরিবর্তন করতে পারেন। অথচ দন্ডাদেশ দেওয়ার অধিকার একমাত্র আদালতের। কোন দন্ড পরিবর্তন করার ক্ষমতা সরকারের স্বেচ্ছাধীন হলে বিচার প্রার্থী বা ফরিয়াদীর ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হওয়ার সুযোগ থেকে যায়। তাই সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এবং সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করণের জন্য এ ধারাটি বাতিল হওয়া প্রয়োজন।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) ৪০২ ধারা বাতিল করা।

২৭। মৃত্যু দন্ড মওকুফের ক্ষেত্রে ঃ ধারা ৪০২এ

এ ধারা বলে প্রেসিডেন্ট মৃত্যুদন্ড স্থগিত বা মওকুফ বা দন্ড রদ বদল করতে পারেন। আমাদের সংবিধানে প্রেসিডেন্টকে এ ধরণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্টের এ ক্ষমতা সাংবিধানিক হওয়ায় আবার ফৌজদারী কার্যবিধিতে এ বিধান থাকার আবশ্যকতা নেই। এ ধারা বাতিল করা যেতে পারে।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) ৪০২এ ধারা বাতিল করা।

ফৌজদারী আপীল বিষয়ে সংস্কার

২৮। ফৌজদারী আপীল ঃ একত্রিশ অধ্যায়

ব্যতিক্রম ছাড়া কোন মামলা উপযুক্ত আদালত কর্তৃক বিচারে আসামীর সাজা হলে উচ্চতর আদালতে তার আপীল করার অধিকার আছে। ফৌজদারী কার্যবিধির একত্রিশ অধ্যায় এতদসংক্রান্ত বিধান বিবৃত আছে। ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় বিচারাধীন আপীল মামলার সংখ্যা অনেক। তুলনামুলকভাবে আপীল আদালতের সংখ্যা অনেক কম। কোন সাজাপ্রাপ্ত আসামী একবার আপীল আদালত কর্তৃক জামিনে গেলে উহার মামলা নিষ্পত্তিতে তার আগ্রহ থাকে না। আবার আপীল আদালত মুল বিচার মামলা নিষ্পত্তিতে অধিক সময় ব্যস্ত থাকায় আপীল মামলা নিষ্পত্তিতে আগ্রহ কম থাকে। ইহা ছাড়া আপীল আদালত কর্তৃক আপীল শুনানীর পর বিচার আদালতের মত পুনরায় পূর্ণাঙ্গ রায় লিখতে হয়। এতে অধিক সময় ব্যয় হয়। এতে আপীল মামলার সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) ফৌজদারী বিচার আদালতের সংখ্যা অনুপাতে আপীল আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

(ii) ফৌজদারী আপীল মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রতিটি জেলায় অথবা দায়রা বিভাগে এক্সক্লুসিভ দায়রা আপীল আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(iii) আপীল আদালত কর্তৃক যেনতেন কারণে মামলা রিমান্ডে প্রেরণের উপর বাধা নিষেধ আরোপ করতে হবে।

(iv) এক্সক্লুসিভ আপীল আদালত প্রতিষ্ঠার পর আপীল আদালতের আপীল নিষ্পত্তিতে বাধ্যতামূলক সময় বেধে দিতে হবে যার প্রেক্ষিতে Cr.P.C ৪৪২এ ধারা সংশোধন করতে হবে।

(v) ২ বছরের অধিক প্রদত্ত সাজার ক্ষেত্রে ৯০ দিনের বেশী আপীল আদালত যাতে সাজা প্রাপ্ত আসামীকে জামিন না দেয় এ মর্মে নিরুসাহিত করতে হবে।

২৯। সাজার পরিমাণ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাব ঃ ধারা ৪৮০, ৪৮৫, ৪৮৫এ ও ৪৮৫এ(২)

কার্যবিধির ৪৮০ ধারানুসারে কোন আদালতের উপস্থিতিতে দন্ডবিধির ১৭৫, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০ বা ২২৮ ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধ করা হলে উক্ত আদালত মনে করলে অপরাধটি আমলে নিতে পারেন এবং অপরাধীকে অনধিক দুই শত টাকা জরিমানা করতে এবং অনাদায়ে এক মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারা দন্ডে দন্ডিত করতে পারেন।

৪৮৫ ধারা মতে, ফৌজদারী আদালত কর্তৃক আদিষ্ট দলিল বা জিনিস ফৌজদারী আদালতে আনতে কোন সাক্ষী বা ব্যক্তি অস্বীকৃত জানালে এ ধারায় সাক্ষীর শাস্তির বিধান রয়েছে। শাস্তির মধ্যে রয়েছে সাত দিনের অনধিক যে কোন মেয়াদের জন্য বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা ক্ষেত্র বিশেষে সাত দিনের অনধিক যে কোন মেয়াদের জন্য আদালতের কোন অফিসারের হেফাজতে আটক রাখা।

৪৮৫এ ধারায় বর্ণিত মতে কোন সাক্ষীকে ফৌজদারী আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারী করা হলে এবং ঐ কোন কারণ ব্যতিত সে হাজির হতে অবহেলা করে বা অস্বীকার করে অথবা আদালত হতে সে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বেআইনীভাবে চলে যায়, সে ক্ষেত্রে আদালত বিবেচনামত ন্যায় বিচারের সার্থে সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে তাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিয়ে অনধিক দুইশত পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করতে পারেন।

উপরে বর্ণিত তিনটি ধারায় দেখা যায়, বর্তমানে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বর্ণিত অপরাধের জন্য সাজার পরিমাণ খুবই কম। এ ধরনের সাজা অপরাধ সংঘটনে অপরাধীকে নিরুসাহিত করে না। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ও ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণের স্বার্থে আইন আদালতের আদেশ পালন করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অবশ্য করণীয়। এমতাবস্থায় ৪৮০, ৪৮৫,ও ৪৮৫এ ধারায় বর্ণিত অপরাধের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সাজার পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য ৪৮৫এ(২) ধারায় উক্ত অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে আদালতকে সংক্ষিপ্ত বিচারের পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা বলা আছে। তবে এক্ষেত্রে বিচার দ্রুত করার লক্ষ্যে ২৬৩ ধরায় বিধান অনুসরণ করে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার হওয়া বাঞ্চনীয়।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) ৪৮০ ধারার অপরাধে আদালত অপরাধীকে অনধিক তিন হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে তিন মাস পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড দিতে পারবেন, এমর্মে ৪৮০ ধারা সংশোধন করতে হবে।

(ii) ৪৮৫ ধারার অপরাধে আদালত কর্তৃক অপরাধীকে এক মাসের অনধিক যে কোন মেয়াদের কারাদন্ড দেওয়ার বিধান রাখা।ইহা ছাড়া ক্ষেত্রমতে অপরাধীকে আদালতের যে কোন অফিসারের হেফাজতে রাখার যে বিধান আছে উহা বাতিল করা। সে মোতাবেক ৪৮৫ ধারা সংশোধন করা।

(iii) ৪৮৫এ ধারার অপরাধের জন্য অনধিক দুই হাজার পাঁচশত টাকা জরিমানা অনাদায়ে একমাসের কারাদন্ডের বিধান রেখে এ ধারা সংশোধন করা।

(iv) ৪৮৫এ(২) ধারায় বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিচারের পদ্ধতির ক্ষেত্রে ২৬৩ ধারার বিধান অনুসরণ করতে হবে। সে মোতাবেক ৪৮৫এ(২) ধারাটি সংশোধন করতে হবে।

৩০। জামিনযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে জামিন ঃ ধারা ৪৯৬

ফৌজদারী মামলায় জামিনযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে আসামীকে জামিন দিতে আদালত অস্বীকার করতে পারে না। উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জামিনযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে আসামীর জামিন পাওয়া তার অধিকার। এ অধিকার বলে আসামী জামিন পেয়ে থাকে। তবে একই মামলায় আসামী কতবার এই জামিনের একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করবে তা এ আইনে সুনির্দিষ্টভাবে বলা নেই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আসামী জামিনে গিয়ে জামিনের শর্তভংগ করে অনুপস্থিত থাকে, আইন আদালতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে আসামী পলাতক হয়। আদালত তাকে পলাতক গণ্যে জামিন বাতিল করে W/A ইস্যু করে। পুলিশ আসামীকে গ্রেফতার করে আদালতে উপস্থাপন করে। এরূপক্ষেত্রে আসামী যতবার জামিনের প্রার্থনা করে আদালত কোন ক্ষেত্রেই তাকে জামিন দিতে অস্বীকার করতে পারে না। এভাবে বার বার আসামীকে আদালতে হাজির হতে বাধ্য করতে আদালত ও পুলিশ প্রশাসনের অযথা সময় নষ্ট হয়। এ ধরণের ক্ষেত্রে পার্শ্ববতী দেশ ভারতে আইন সংশোধন করে বলা হয়েছে যে,

জামিন যোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বা তদ্‌পরবর্তীতে জামিন প্রদানে অস্বীকৃত জানাতে আদালতের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা থাকবে।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) জামিনযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে আইনে যাই বলা থাকুক না কেন, যদি কেহ জামিনে গিয়ে জামিনের শর্ত ভংগ করে ইচ্ছাকৃত ভাবে পলাতক থাকে, তবে পুনরায় ধৃত হলে বা পরবর্তী তারিখে আদালতে হাজির হলে আদালত জামিনযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রও তাকে জামিন প্রদানে ক্ষেত্রমতে অস্বীকৃত জানাতে পারে মর্মে আইন সংশোধন করা যেতে পারে।

৩১। জামিনদারের অব্যাহতির ক্ষেত্রে ঃ ধারা ৫০২

জামিনে মুক্ত কোন ব্যক্তির হাজির হবার জন্য জামিনদারদের সকলে বা যে কোন একজন যে কোন সময় মুচলেকাটি সম্পূর্ণ বা তাদের সম্পর্ক যুক্ত অংশ বাতিল করার জন্য যে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এ ধারানুসারে আবেদন করতে পারেন। এখানে শুধু ম্যাজিস্ট্রেটের কথা বলা হয়েছে। দায়রা আদালত বা অন্যকোন ফৌজদারী আদালতের কথা বলা নেই। অথচ যে কোন ফৌজদারী মামলায় যে কোন ফৌজদারী আদালতে জামিনের ক্ষেত্রে অনুরূপ পরিস্থিতি প্রায়ই সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রয়োজনীয় ঘাটতি এবং অস্পষ্টতা দূর করতে ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়রা আদালত বা অন্যকোন ফৌজদারী আদালতের নিকট এ ধারানুসারে আবেদন করতে পারবে মর্মে বিধান করা সমীচীন।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) ৫০২(১), ৫০২(২) ও ৫০২(৩) ধারায় বর্ণিত ম্যাজিস্ট্রেট শব্দের পরে দায়রা আদালত বা অন্যকোন ফৌজদারী আদালত শব্দগুলি যুক্ত করে সংশোধন করতে হবে।

৩২। কমিশনের মাধ্যমে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহনের ক্ষেত্রে ঃ ধারা ৫০৩, ৫০৫ ও ৫০৮এ

ফৌজদারী কার্যবিধির ৫০৩(৩), ৫০৫ ও ৫০৮এ ধারার বর্ণিত অবস্থায় প্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক সাক্ষীর জবানবন্দী জেরা ও পুনঃ জবানবন্দী গ্রহনের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট বা অফিসারের কথা বলা আছে। এই অফিসার কে বা কি তার পদমর্যাদা বা পরিচয় তা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা নেই। এ অস্পষ্টতা দূর করণের লক্ষ্যে 'অফিসারের' পরিচয়টি সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) ৫০৩, ৫০৫ ও ৫০৮এ ধারার বর্ণিত 'অফিসারের' পরিচয়, পদমর্যাদা ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

৩৩। জামিন নামার বাজেয়াপ্তির ক্ষেত্রে সিভিল জেলের খরচ ঃ ধারা ৫১৪(৪)

আদালতের সন্তুষ্টিতে জামিননামা বাজেয়াপ্ত হলে এবং আদালতের আদেশমতে জামিনদার জরিমানার টাকা পরিশোধ না করলে বা তার সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা উহা আদায় করা না গেলে উপযুক্ত আদালত মুচলেকাবদ্ধ ব্যক্তিকে সিভিল জেলে ছয় মাস পর্যন্ত আবদ্ধ রাখতে পারেন। তবে যাই হোক না কেন, এ ধরণের সিভিল জেলের খরচ রাষ্ট্রকেই বহন করা সমীচীন।

প্রস্তাবিত সমাধান ঃ

(i) ৫১৪ (৪) ধারায় বর্ণিত সিভিল জেলের যাবতীয় খরচা রাষ্ট্রকেই বহন করতে হবে।

মোহাম্মদ আবদুল মোবারক
সদস্য
আইন কমিশন

প্রফেসর এম. শাহ আলম
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
আইন কমিশন